গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধু নদীপদক নির্দেশাবলি-২০১৯

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু নদীপদক নির্দেশাবলি

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম প্রধান অবলম্বন দেশটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল। নদীর প্রতি ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য দরদ। তাঁর ভাষণ ও লেখনীতে প্রকাশিত নদী অভিজ্ঞান ও নদী দর্শন বাংলাদেশকে অনুধাবন করার এক অপরূপ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। তিনিই যৌথ নদী কমিশন গঠন করে প্রথম পানি কূটনৈতিক কার্যক্রম আরম্ভ করেন। নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় স্বাধীনতা লাভের পরপর নদী খননের লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি ড্রেজার সংগ্রহ করেন। নদীর নাব্যতা সৃষ্টি এবং নৌপথ উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশের যুগান্তকারী সাফল্যের অন্যতম কারণ এ দেশের পলি বিধৌত উর্বর মাটি। দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নৌপথে মালামাল পরিবহন ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ায় এর ব্যবহার অনাদিকাল হতে চলমান। বিভিন্ন কারনে নদীপথ সংকুচিত হচ্ছে। নদী ভরাট করে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে নদীর পানির স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ করা হচ্ছে। শিল্প-কারখানার বর্জ্যসহ বিভিন্ন কারনে নদীদূষণ হচ্ছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহ নদীর নাব্যতা রক্ষা, দখল ও দূষণরোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে নদী রক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নদী রক্ষাকল্পে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে পদক প্রদান করা হলে নদী রক্ষা কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে।

এ প্রেক্ষাপটে নদীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নদী দখলরোধ, শিল্প কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট দূষণরোধ, পরিবেশ দূষণরোধ, নদীর তীরে ও অভ্যন্তরে অবৈধ অবকাঠামো নির্মাণসহ নদী ভরাটরোধ, নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ রক্ষা কাজে সহায়তাদান, নদীকে নৌচলাচলে উপযোগী করে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং নদীকে দূষণ-দখল-ভরাটমুক্ত করে স্বাভাবিক রূপে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে পদক প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করার জন্য এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশাবলি প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

২। নামকরণঃ

বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদ নদীর প্রতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অসামান্য দরদের প্রতি সম্মান রেখে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ "বঙ্গবন্ধু নদীপদক" প্রদানের জন্য "বঙ্গবন্ধু নদীপদক নির্দেশাবলি-২০১৯" প্রণয়ন করা হলো।

৩। পদক প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

এই নির্দেশাবলির বর্ণিত এক বা একাধিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অবদানের জন্য কোন ব্যক্তি বা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা নদী রক্ষা বিষয়ক যে কোন পর্যায়ের কমিটি এই পদকের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। তবে উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশি হতে হবে। কোন সরকারি কর্মচারীর বা সরকারি/আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের এই পদক গ্রহণে বাধা থাকবে না। বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার ক্ষেত্রে এই নির্দেশাবলিতে বর্ণিত কাজের জন্য জেলা প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। জেলা প্রশাসক একটি রেজিস্ট্রারে এ ধরনের ব্যক্তি বা সংগঠনের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন। উক্ত কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কমিটির নিকট পেশ করবেন।

৪। **অবদানের ক্ষেত্রসমূহঃ** অবদানের ক্ষেত্র হিসেবে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলিতে সংশ্লিষ্টতা থাকবেঃ

* নদীর ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
* নদীর অবৈধ দখল রোধকরণ ও এই কাজে সহায়তাদান।
* শিল্পকারখানাসহ সকল নির্গত বর্জ্য দ্বারা নদীর পানি দূষণরোধকরণ ও এই কাজে সহায়তাদান।
* নদী, পরিবেশ ও পানি সম্পদ বিষয়ে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম।
* বিলুপ্ত নদী উদ্ধার ও সংস্কার এবং উন্নয়ন ও এই কাজে সহায়তাদান।
* নদীর দখল, ভরাট ইত্যাদি রোধে সরকারি আইন, বিধি বিধানের কঠোর প্রয়োগ ও এই কাজে সহায়তাদান।
* নদীর তথ্য ভান্ডার তৈরি, সংরক্ষণের জন্য গবেষণা ও প্রকাশনা, উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ।

৫। **পদকের শ্রেণিঃ**

জাতীয় পর্যায়ে সার্টিফিকেটসহ ০৩ (তিন) টি পদক প্রদান করা হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগ হতে ০১ (এক) টি করে মোট ০৮ (আট) টি পদক সার্টিফিকেটসহ কেন্দ্রীয়ভাবে প্রদান করা হবে।

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যক্তি, সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ অবদানের জন্য ১৮ (আঠারো) ক্যারেট মানের ৩০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, নগদ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

(খ) জাতীয় পর্যায়ে ব্যক্তি/সরকারি প্রতিষ্ঠান/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/বেসরকারি সাহায্য সংস্থাকে বিশেষ অবদানের জন্য ১৮ (আঠারো) ক্যারেট মানের ৫০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদক, নগদ ৭৫,০০০/-(পঁচাত্তর হাজার) টাকা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

৬। পদক প্রদান কার্যক্রমের ব্যয়ঃ

পদক প্রদান কার্যক্রমের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে।

৭। বাস্তবায়ন সময়সূচিঃ

মনোনয়ন আহবান ও চূড়ান্তকরণঃ

পর্যায়	মনোনয়ন আহবান	মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ
উপজেলা পর্যায়	০১ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল	৩০ এপ্রিল
জেলা পর্যায়	০১ মে হতে ৩০ মে	৩০ মে
বিভাগীয় পর্যায়	০১ জুন হতে ৩০ জুন	৩০ জুন
জাতীয় পর্যায়	০১ জুলাই হতে ৩০ জুলাই	৩০ জুলাই

জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ের মনোনয়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন করবেন।

৮। পদক প্রদানের সময়ঃ

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব নৌ দিবসে অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুবিধাজনক সময়ে পদক প্রদান করা হবে।

৯। বাছাই কমিটিঃ

ক) উপজেলা বাছাই কমিটি ঃ

উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
উপজেলার অন্তর্গত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বা প্রতিনিধি	সদস্য
উপজেলা প্রকৌশলী (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)	সদস্য
উপজেলা সিনিয়র মৎস্য/মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
বন বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি	সদস্য
পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (সহকারী প্রকৌশলীর নিম্নে নয়)	সদস্য
জেলা প্রশাসক মনোনীত দুইজন এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও সকল পৌরসভার মেয়র	সদস্য
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার স্থানীয় কর্মকর্তা (যিনি জ্যেষ্ঠ)/ উক্ত কর্মকর্তা না থাকলে সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) জাতীয় কমিটির প্রজ্ঞাপন অনুসারে নির্ধারিত ফরমে প্রস্তাব গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ।

(২) কমিটি সভায় বিবেচনা করে যোগ্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান পদক প্রদানের উপযুক্ত সংখ্যক সুপারিশসহ প্রস্তাব জেলা কমিটিতে প্রেরণ।

(৩) কমিটিতে প্রতিনিধি পর্যায়ের সদস্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হবেন।

(৪) এতদ্‌বিষয়ে জেলা কমিটি বা জাতীয় কমিটি কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন।

খ) জেলা বাছাই কমিটিঃ

জেলা প্রশাসক	সভাপতি
পুলিশ সুপার	সদস্য
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	সদস্য
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
বন অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মনোনীত একজন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
বিভাগীয় কমিশনার মনোনীত দুইজন এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা উক্ত কর্মকর্তা না থাকলে অতিঃ জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১। উপজেলা ও জেলা হতে প্রাপ্ত নির্ধারিত ফরমে আবেদন/প্রস্তাব পরীক্ষাকরণ।

২। জাতীয় পদক প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হতে শ্রেণি অনুসারে উপযুক্ত সংখ্যক সুপারিশসহ প্রস্তাব বিভাগীয় কমিটিতে প্রেরণ করবে।

৩। কমিটিতে প্রতিনিধি সদস্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত হবেন।

গ) বিভাগীয় কমিটিঃ

বিভাগীয় কমিশনার	সভাপতি
ডি.আই.জি (পুলিশ)	সদস্য
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)	সদস্য
বিভাগীয় পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	সদস্য
উপপরিচালক/জেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
বন অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
বিভাগীয় কমিশনার মনোনীত একজন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
বিভাগীয় কমিশনার মনোনীত দুইজন এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

১। জেলা কমিটি হতে নির্ধারিত ফরমে প্রাপ্ত আবেদন/প্রস্তাব বিবেচনাকরণ।

২। জাতীয় পদক প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হতে জেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত নামের ০১ (এক) টি আবেদনপত্র চূড়ান্তকরণ ও জাতীয় কমিটিতে প্রেরণ।

৩ । বিভাগীয় পর্যায়ে পদকের জন্য জেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবিত নামের ০২ (দুই) টি আবেদনপত্র পরীক্ষা করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রেরণ।

ঘ) জাতীয়/কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটিঃ

মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	উপদেষ্টা
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সভাপতি
চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	সদস্য
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
অর্থ বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
ভূমি মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ/ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন	সদস্য
শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
বিভাগীয় প্রধান, পরিবেশ বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
বিভাগীয় প্রধান, পরিবেশ বিজ্ঞান, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব ওয়াটার রিসোর্সেস, বুয়েট	সদস্য
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমডোর পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
চেয়ারম্যান, স্পারসো	সদস্য
সভাপতি/সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন	সদস্য
সিএনআরএস-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/সংস্থা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক) বিভাগীয় কমিটি হতে জাতীয় পদকের জন্য নির্ধারিত ফরমে প্রাপ্ত আবেদন/প্রস্তাব বিবেচনাকরণ।

খ) 'বঙ্গবন্ধু নদীপদক' প্রদানের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হতে জাতীয় পর্যায়ে ০৩ (তিন) টি এবং বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের জন্য ০১ (এক) টি করে মোট ০৮ (আট) টি নামের প্রস্তাব সুপারিশকরণ।

গ) পদকের নমুনা/ডিজাইন চূড়ান্তকরণ।

ঘ) পদক প্রদানের অনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিষয়াদি আয়োজন।

ঙ) জেলা ও বিভাগীয় কমিটিকে পরামর্শ প্রদান।

১০। পরিবর্তনঃ

মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরস্কারের সংখ্যা, মূল্যমান এবং কমিটির গঠন বাস্তবতার নিরিখে পরিবর্তন করা যাবে।

১১। অস্পষ্টতা দূরীকরণঃ

এই নির্দেশাবলির কোন অনুচ্ছেদের বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয়ের মতামত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(মোঃ আবদুস সামাদ)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

ক্রোড়পত্র-'ক'

বঙ্গবন্ধু নদীপদক

মনোনয়নের জন্য আবেদন ফরম (ছক)

১। যে শ্রেণি (Category) তে আবেদন করা হচ্ছে ঃ

(ক) ব্যক্তিগত অবদান ঃ

(খ) সাংগঠনিক অবদান ঃ

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক অবদান ঃ

২। যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করা হচ্ছে ঃ

(ক)

(খ)

(গ)

৩। আবেদনকারী ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য ঃ

(ক) ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

(খ) ঠিকানা ঃ

(গ) যোগাযোগ ঃ ফোন ----------------------------

মোবাইল --------------------------

ই-মেইল -------------------------

৪। মনোনয়ন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

(ক) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম------------------------------

(খ) প্রতিষ্ঠানের নাম ও সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের তালিকা --

(গ) যোগাযোগের ঠিকানা --------------------------------

(ঘ) ফোন --

মোবাইল --

৫। যে কাজের জন্য প্রস্তাবনা দেয়া হচ্ছে তার বিবরণ ঃ

৬। বর্ণিত কাজের মাধ্যমে নদী রক্ষায় কি কি ইতিবাচক অবদান রেখেছেন তার বিবরণ ঃ

৭। বর্ণিত কাজের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে কি কি ইতিবাচক অবদান রয়েছে তার বিবরণ ঃ

৮। অর্জিত ফলাফল কোন সংস্থা কর্তৃক যাচাই/প্রত্যয়ন করা হয়েছে কি না ? হয়ে থাকলে, তার প্রমানক সংযুক্ত করুন।

৯। অনধিক ১০০ শব্দের মধ্যে মনোনয়নের স্বপক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্বলিত একটি ধারণাপত্র দিতে হবে ঃ

* প্রেক্ষিত
* ব্যবহৃত কর্মকৌশল
* উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রভাব
* পরিবর্তন
* অসাধারণ অর্জন
* স্থায়ীত্ব
* অভিজ্ঞতা।

আবেদনকারীর নাম ও পদবি

বি: দ্র: আবেদন পত্রের সাথে পত্রিকা/প্রকাশনার পেপার কাটিং/অডিও ও ভিডিও ক্লিপসহ অন্যান্য প্রমাণক সংযুক্ত করা যাবে। প্রয়োজনে পৃথক কাগজ সংযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ক্রোড়পত্র 'খ'

বঙ্গবন্ধু নদীপদক

পুরস্কার প্রদানের মূল্যায়ন ছক

ক্রমিক নং	মূল্যায়ন নির্ণায়ক	সর্বোচ্চ স্কোর
১.	নদী দখল, দূষণ, ভরাট প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম ও কৌশল	২০
২.	নদী রক্ষায় ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগসমূহ এবং প্রাপ্ত ফলাফল	২০
৩.	নদী রক্ষা কার্যক্রমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত প্রচেষ্টা এবং নদীর প্রতি জনগণের সংবেদনশীলতা এবং মনোভাব পরিবর্তনে প্রভাব	২০
৪.	নদী রক্ষায়, সরকারি-বেসরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের কার্যকর সমন্বয়মাত্রা	২০
৫.	নদী রক্ষায় অবদানের জন্য সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশের উপর প্রভাব এবং সরকারের ভাবমূর্তি উন্নয়নে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	২০